ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নং ঃ F.7(1)-SWC/PC/Rape/SI-283/2010 তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

নির্যাতিতা নাবালিকার মা-বাবাই অপরাধীর শাস্তি চাইলেন না : মহিলা কমিশন।

২৫-৯-২০১০ পত্রিকায় প্রকাশিত যাত্রাপুর থানাধীন মনাইপাথরে শিশুকন্যা ধর্ষণের বিষয়টি কমিশনের নজরে এলে ঘটনাটি বিশদভাবে জানা এবং পুলিশের পক্ষ থেকে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা দেখার জন্য কমিশন থেকে তিনজনের এক প্রতিনিধিদল ২৬-৯-২০১০ রবিবার মনাইপাথর (বীরেন্দ্রনগর) গ্রামে যান। যাত্রাপুর থানা থেকে নির্যাতিতার বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করে প্রতিনিধিদলটি নির্যাতিতা নাবালিকা মৌমিতার (কল্পিত নাম, বয়স পাঁচ) বাড়ীতে যান। ঐদিন সোনামুড়ার এসডিপিও শ্রীঅনুপ কুমার দাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদে মৌমিতার মা শ্রীমতি ঝর্ণা ঘোষ জানান যে তাঁর দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। মৌমিতা সকলের ছোট। গত ১৭-৯-২০১০ তারিখে মৌমিতার বাবা বিশ্বকর্মার পূজায় বেরিয়ে যান এবং তিনি নিজেও ক্ষেতের কাজে বাড়ির বাইরে চলে যান। মেয়ে মৌমিতা তখন একাই ঘরে শুয়েছিল। মা ঘরে ফিরে মেয়েকে খাটে দেখতে না পেয়ে পাশের বাড়ীতে খুঁজতে যান। তখন মৌমিতা ঝন্টু ঘোষের বাড়ীতে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে পূজার প্রসাদ খাচ্ছিল। প্রসাদ খাওয়া শেষ হলে মেয়েকে কোলে করে বাড়ীতে আনতে গেলে অবুঝ শিশু মাকে জানায় যে সে তার গোপন অঙ্গে ব্যথা পাচ্ছে। মা তখন তার কাছে কি হয়েছে জানতে চাইলে মেয়ের বর্ণনা থেকে জানতে পারেন যে সুজিত ঘোষ (মানিক্য, ২৫) তার মেয়েকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। নির্যাতিতার মা সুজিতের বাড়ীতে কথাটি জানাতে গেলে তার বাড়ীর সকলে ঝর্ণা ঘোষকে মারতে উদ্যত হয়। তখন তিনি মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসকের কাছে যান। নির্যাতিতার মায়ের দেয়া লিখিত বয়ান অনুযায়ী তিনি সেখানকার পার্টি অফিসকে এই বিষয়টি জানান। তারা তাঁকে থানায় অভিযোগ জানাতে পরামর্শ দেন। প্রতিবেশী শ্রীবরুণ পালও ঝর্ণা ঘোষকে একই পরামর্শ দেন। পার্টি অফিসের পরামর্শ পেয়ে মৌমিতার মা যখন থানায় রওয়ানা হন তখন পথে সুজিতের বাবা বিনোদ বিহারী ঘোষ তাকে থানায় যেতে না দিয়ে তার কাছে থানায় না যাওয়ার জন্য পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। বিনোদ বিহারী ঘোষ বলেন যে তিনি মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করবেন এবং বিষয়টি মীমাংসা করবেন। সাত আট দিন পর নির্যাতিতার বাড়ীতে মীমাংসা সভা বসে। সভাতে সুজিতের বাবা, মা, স্ত্রী এবং পাড়ার অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় সুজিতের বাবা বিনোদ বিহারী ঘোষ নির্যাতিতা মৌমিতার ভবিষ্যতের কথা বলে তার নামে টাকাপয়সা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। মৌমিতার মা এতে রাজী হয়ে যান। কমিশনের প্রতিনিধিদের প্রশ্নে মৌমিতার মা জানান সুজিত অন্যায় করেছে ঠিক কিন্তু তিনি সুজিত ঘোষের পরিবারের দিকে তাকিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে রাজী নন। এছাড়া, তিনি এখন সুজিতের শাস্তি চাননা, ঘটনার মীমাংসা চান। কারণ সুজিতের পরিবার তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। বাড়ীতে মৌমিতার বাবা-মা'র অনুপস্থিতিতে মৌমিতা ও তার ভাইদের দেখাশুনা করে, সাহায্য করে সুজিতের পরিবার। সুজিতের স্ত্রী মৌমিতাকে খুবই আদর করে।

কমিশন সদস্যরা ঝর্ণা ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন কমিশন থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পেলে তিনি থানায় কেইস করবেন কিনা। ঝর্ণা দেবের উত্তর : '*না আমি কোন অবস্থাতেই কেইস করব না*'।

কমিশন সদস্যদের সামনে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ অফিসারও নির্যাতিতার বাবা মাকে থানায় অভিযোগ জানাবার জন্য অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্যাতিতার মা বাবা কিছুতেই তা করতে রাজী হননি।

কমিশন এই কারণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে এ ধরণের মারাত্মক অপরাধ করেও অপরাধী যদি শাস্তি না পায় তাহলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়বেই। মহিলা কমিশন আগেও বলেছে এবং এখনও বলছে যে, ধর্ষণের মত দন্ডনীয় অপরাধের ঘটনায় কখনও মীমাংসা কাম্য নয়। যাত্রাপুরের বর্তমান ঘটনাটিতে নির্যাতিতার মা-বাবার থানায় অভিযোগ না জানানোর অর্থ অপরাধীর কোনও সাজা না হওয়া। আইনের কাছে অপরাধীর শাস্তি না চেয়ে তারাও কি অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে গুরুতর অন্যায় করলেন না ?

28/9/10

মেম্বার সেক্রেটারী